কমপিউটারায়নে বাংলাদেশ

বাংলাদেশে কমপিউটারায়নের চিত্রটি কি? না, তথ্যটি বছরে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করার প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলেরও জানা নেই। জানি না আমরাও। তথ্য প্রযুক্তির সর্বাধুনিক মাধ্যমগুলোর ব্যবহার সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাতে বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নত বিশ্বের সাথে প্রযুক্তিগত অবস্থানের দূরত্ব মোচনের লক্ষ্যে দীর্ঘ প্রায় ৩ বছর যাবত আমরা আন্দোলন করছি। এই তথ্য প্রযুক্তি আন্দোলনের অংশ হিসেবে আমরা বাংলাদেশের সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে কমপিউটারায়নের বাস্তব অবস্থা জানতে ও পাঠককে জানাতে আগ্রহী।

এই সংখ্যায় ইপিআই ও বনবিভাগের উপর আলোকপাত করা হলো। ইউনিসেফের অর্থায়নে পরিচালিত ইপিআই প্রোগ্রাম দেশের শিশুদের স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিত করার কাজে ব্যাপৃত। জনগুরুত্বের দিক থেকে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সরকার গাছ লাগানোর জন্য বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এই প্রেক্ষাপটে বনবিভাগের কাজের গুরুত্ব অনেক বেড়েছে। মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডসহ তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেও বনায়নে কমপিউটারের বহুল ব্যবহার রয়েছে। সে তুলনায় আমাদের দেশের অবস্থান কেমন তা বোঝা যাবে দ্বিতীয় প্রতিবেদনে। প্রতিবেদন দুটো লিখেছেন শামসুদ্দোহা শোয়েব।

ইপিআই প্রোগ্রামে কমপিউটার

ইপিআই-এর কাজ হচ্ছে ১ বছরের কম বয়সী থেকে ১২ বছর বয়সী শিশুদের ৬টি সংক্রামক রোগ থেকে রক্ষা করা। এ রোগগুলো হলো– ধনুষ্টংকার, যক্ষ্মা, পোলিও, হাম, ডিপথেরিয়া ও হুপিং কাশি। ছয় সপ্তাহ বয়স থেকেই শিশুদের প্রতিষেধক টিকা প্রদান করতে হয়। এছাড়াও সকল গর্ভবতী ও সন্তান ধারণে সক্ষম ১৫–৪৫ বছরের মহিলাদেরও প্রতিষেধক টিকা নিতে হয়।

তথ্য মতে, প্রতিদিন সারা বিশ্বে প্রায় ৪১ হাজার শিশু মারা যায়। আর এদের মধ্যে প্রতি ২০ জনের একজন হলো বাংলাদেশী শিশু। আবার প্রতি বছর বাংলাদেশে প্রায় আড়াই লাখ শিশু ধনুষ্টংকার, হাম, পোলিও, হুপিংকাশি, যক্ষ্মা ও ডিপথেরিয়া রোগে মারা যায়। আর প্রায় সমান সংখ্যক শিশু ঐ সব রোগের কারণে প্রতিবন্ধীর জীবন যাপন করে। ইপিআই-র সার্বিক লক্ষ্যগুলো প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার সাধারণ নীতি কাঠামোর মধ্যেই নির্ধারণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে টিকাদান কর্মসূচীর লক্ষ্য : শিশু মৃত্যুর হার ২০ ভাগ এবং মায়েদের প্রসবকালীন মৃত্যুর হার শতকরা ৩৩ ভাগ কমানো। এছাড়াও এসব রোগের কারণে পঙ্গুত্বের সংখ্যা কমিয়ে আনা।

একই সাথে ইপিআই রোগ প্রতিষেধক কৌশলের ৪টি মূল বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছে। এগুলো হলো– এক : দেশের সব শিশুকে এক বছর বয়সের মধ্যে ছয়টি রোগের প্রতিষেধক টিকা দেয়া। দুই : সন্তান ধারণে সক্ষম প্রত্যেক মহিলাকে ধনুষ্টংকারের প্রতিষেধক দেয়া। তিন : টিকাদান অভিযানে গ্রাম-গঞ্জে কর্মরত সকল স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মীকে নিয়ে আসা। চার : গণমাধ্যমসহ যোগাযোগের যা কিছু ব্যবস্থা আছে সবগুলোকে কাজে লাগিয়ে টিকাদান অভিযানের সমর্থনে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা।

এসব লক্ষ্য ও কৌশলের সফল বাস্তবায়নের জন্যে ইপিআই সারাদেশের ৬৪টি জেলার ৪শ ৬০টি থানার সবগুলোকেই তাদের কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করেছে।

ইপিআই তাদের ৬টি সেকশনের মাধ্যমে গোটা কার্যক্রমকে নির্বাহ করে থাকে। সেকশনগুলো হচ্ছে : প্রশাসন, প্রশিক্ষণ, ফিল্ড সার্ভিস ও রোগ নিরীক্ষণ, কোল্ড চেইন ও লজিস্টিক, কমিউনিকেশন এবং আরবান। সবগুলো সেকশনেই কমপিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্রশাসনিক শাখায় কমপিউটারের সাহায্যে যেসব কাজ সম্পন্ন হচ্ছে, সেগুলো হলো : স্টাফ প্রোফাইল, সেক্রেটারিয়েল কাজ, বাজেট প্রণয়ন ও হিসাব রক্ষণ সংক্রান্ত কাজ।

প্রশিক্ষণ শাখায় কমপিউটারের সাহায্যে যেসব কাজ নিষ্পন্ন হয় সেগুলো হলো : প্রশিক্ষণার্থীদের (ভ্যাকসিনেটর, সুপারভাইজার, সিনিয়র ও জুনিয়র ম্যানেজার এবং এনজিও কর্মী) তালিকা প্রণয়ন এবং কোথায়, কখন, কতজনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে এসবের রেকর্ড রাখা ইত্যাদি।

ফিল্ড সার্ভিস ও রোগ নিরীক্ষণ শাখায় কমপিউটার ব্যবহারের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্যকে ধারণ, বিশ্লেষণ ও পুণর্বিন্যাস করে অর্জিত সাফল্য নিরূপন এবং পরবর্তী কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয়।

কোল্ড চেইন এন্ড লজিস্টিক শাখায় কমপিউটারের কাজ হলো মজুদ এবং সরবরাহের হিসাব রাখা। এগুলোর মধ্যে আছে টিকাবীজ, ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার, কোল্ড বক্স, রেফ্রিজারেটর, স্টেরিলাইজার, সিরিঞ্জ-সূঁচ ইত্যাদির সঠিক তথ্য রাখা। এছাড়াও রেজিস্ট্রেশন বই, টালিবুক ও স্টক লেজার সংরক্ষণেও কমপিউটারের সাহায্য নেয়া হয়।

কমিউনিকেশন সেকশনে কমপিউটারের কাজ হলো যোগাযোগের পরিকল্পনা প্রস্তুতি, তথ্যের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্যে বিভিন্ন ধরনের রেকর্ড রাখা।

আরবান সেকশনে কমপিউটারের কাজ হলো শহর ও পৌরসভা এলাকায় ইপিআই-এর নিজস্ব কর্মী ও এনজিও কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ, শহর ও পৌর এলাকায় টিকাদান অগ্রগতি ও রোগ নিরীক্ষণের রেকর্ড রাখা এবং বাজেট তৈরী ও হিসাব সংরক্ষণ করা।

ছয়টি সেকশনের কাজে যে ধরনের প্যাকেজ প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হচ্ছে, সেগুলো হলো : প্রশিক্ষণ সেকশনে ব্যবহৃত হচ্ছে লোটাস ও ওয়ার্ডপারফেক্ট, ফিল্ড সার্ভিসে লোটাস, ডিবেজ, ওয়ার্ডপারফেক্ট ও হার্ভার্ড গ্রাফিক্স, লজিস্টিকে লোটাস ও ওয়ার্ডস্টার, কমিউনিকেশনে লোটাস ও ওয়ার্ডস্টার এবং আরবানে লোটাস, ওয়ার্ডপারফেক্ট ও হাভার্ড গ্রাফিক্স।

ইপিআই-এ সব সেকশনে একই সাথে কমপিউটারের ব্যবহার শুরু হয়নি। প্রশাসনিক সেকশনে সর্বপ্রথম কমপিউটার আসে ১৯৮৬-তে, লজিস্টিক সেকশনে '৮৮তে, ফিল্ড সার্ভিস এবং রোগ নিরীক্ষণ সেকশনে '৯০-এ, কমিউনিকেশন ও আরবান সেকশনে '৯২-এ এবং প্রশিক্ষণ সেকশনে '৯৩-এ। উল্লেখ করা যায়, ফিল্ড সার্ভিস ও লজিস্টিক সেকশনে '৯৩-এ ১টি করে আরো ২টি কমপিউটারের সংযোগ ঘটে।

উপরোক্ত সেকশনসমূহে যেসব কোম্পানি ও মডেলের কমপিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলো হলো : প্রশাসনে আইবিএম পিসি/এক্সটি, ফিল্ড সার্ভিসে, আইবিএম পারসোনাল সিস্টেম/২ মডেল ৫০২ এবং এপসন পিসি এএক্স২ই, লজিস্টিকে এপসন পিসি+/এইচডি, কমিউনিকেশন ও পিসি ব্রান্ড মডেল ৮৩৬০০ আরবান সেকশনে। এছাড়াও ইপিআই-এর পরিচালকের ব্যবহারের জন্যে আরেকটি কমপিউটার রয়েছে। এর কোম্পানী ও মডেল হলো–এপসন পিসি এএক্স-৩৫।

ইপিআই-র কমপিউটার কার্যক্রমে নেটওয়ার্ক নেই।

ইপিআই প্রোগ্রামে কমপিউটার প্রযুক্তির ব্যবহারের সুবিধাজনক দিক সম্পর্কে কমপিউটার ডিভিশনের অফিসার ইন-চার্জ ডাক্তার আনোয়ার হোসেন বলেন, আমাদের যেসব কাজ করতে হয় কমপিউটার ছাড়া তা সম্পন্ন করার কথা চিন্তাই করা যায় না। ভবিষ্যতে আমরা নেটওয়ার্ক ব্যবহারের আশা রাখি। তিনি বলেন, বর্তমানে কমপিউটার থেকে নিম্নোক্ত সুবিধাসমূহ পাচ্ছি : (১) ইপিআই-র যাবতীয় পরিসংখ্যান (থানা থেকে প্রাপ্ত টিকাদান অগ্রগতি ও রোগ নিরীক্ষণের প্রতিবেদন) কমপিউটারায়ন করা হয়; (২) দ্রুত রিপোর্ট এর বিশ্লেষণ এবং ফিডব্যাক করা যায়। এর মাধ্যমে রিপোর্টের Graphical Presentation করা যায়। (৩) বিভিন্ন ধরনের চিঠিপত্র লেখা এবং রিপোর্ট তৈরীতে সাহায্য করে। (৪) কমপিউটার যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণে সাহায্য করে। (৫) বিশেষ বিশেষ সার্ভেতে কমপিউটারের সাহায্যে ডাটা এন্ট্রি করার মাধ্যমে দ্রুত বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়। (৬) সর্বোপরি ইপিআই-এর বিভিন্ন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে কমপিউটার দক্ষতা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তিনি বলেন, কমপিউটার ব্যবহার না করলে আমরা এসব সুবিধা থেকে নিশ্চিত বঞ্চিত হতাম।

বন বিভাগে কমপিউটারের ব্যবহার

বাংলাদেশ বন বিভাগের হিসাব অনুযায়ী দেশে মোট বনভূমির পরিমাণ হলো ২২ লাখ ৪৫ হাজার হেক্টর। এর মধ্যে সরকারী বনভূমি ১১ লাখ ২০ হাজার হেক্টর এবং বেসরকারী ১১ লাখ ২৫ হাজার হেক্টর। বেসরকারী বনভূমির আওতায় গ্রামের ছোট ছোট ঝোঁপ ঝাড় ও বন জঙ্গল অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

বন বিভাগের কাজ হলো শিল্প বনায়ন, উপকূলের নতুন জেগে উঠা ভূমিতে বনায়ন, সামাজিক বনায়ন, পাহাড়ী অঞ্চল বনায়ন এবং সেখানে আগমনকারী

কৃষকদের পুণর্বাসন এবং মড তৈরীর গাছের আবাদ। বনবিভাগের আরো অন্যান্য কাজের মধ্যে রয়েছে সরকারের সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ, বনজসম্পদ উৎপাদনের সুফল সংগ্রহ, রেল-লাইন-সড়ক ও বাঁধের দু'পাশে হালকা ধরনের বনাঞ্চল সৃষ্টি, বিভিন্ন শিল্পে কাঁচামালের যোগান দেয়া, বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও তাদের সংরক্ষণ এবং জনগণ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট বীজ সরবরাহ করা।

এ লক্ষ্যে বন বিভাগ তার নিজস্ব প্রশাসনিক কাঠামোকে মূলতঃ ৬টি স্তরে ভাগ করেছে। এগুলো হলো ঃ ব্যবস্থাপনা, সম্প্রসারণ, উন্নয়ন পরিকল্পনা, প্রশাসন, বাজেট এবং সংস্থাপন।

সবগুলো বিভাগে কিন্তু কমপিউটারের ব্যবহার হচ্ছে না। হচ্ছে মাত্র দুটো বিভাগে। এক, ব্যবস্থাপনা, দুই, উন্নয়ন পরিকল্পনা। আবার এ দুটি বিভাগেও পরিপূর্ণভাবে যে কমপিউটার ব্যবহার হচ্ছে তা-ও কিন্তু নয়।

বন বিভাগের বর্তমান পরিসরে ব্যবস্থাপনা বিভাগে কমপিউটারের ব্যবহার হচ্ছে–

এক. সাব ব্লক অনুযায়ী বৃক্ষরাজির বর্ণনা ও ব্যবস্থাপনা তৈরী।

দুই. এলাকা ও বিভাগভিত্তিক গাছ-পালার পরিচর্যা নিশ্চিতকরণ।

তিন. বৃক্ষ কর্তনের জন্যে এলাকা এবং সংখ্যা বা পরিমাণ নির্ধারণ।

চার. সাব ব্লক অনুযায়ী বনাঞ্চলের গাছ-পালার মজুদ নির্ধারণ এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরী।

পাঁচ. গাছ-পালার প্রজাতি ও শ্রেণী নির্ধারণ এবং এলাকা ও সীমানা অনুযায়ী বনায়ন এলাকার মোট গাছ-পালার সংখ্যার হিসাব রক্ষণ।

ছয়. বিভাগওয়ারী বার্ষিক বনায়নের এলাকা তৈরী এবং গাছ-পালা কর্তনের সীমা নির্ধারণ।

সাত. সীমানা অনুযায়ী বনায়ন উন্নয়নের তথ্য সংগ্রহ সব ধরনের চারা গাছের বর্ণনা সংগ্রহ, এবং অনিবিড় বনায়ন ও নিবিড় বনায়নের ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ।

ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধীনে আবার কমপিউটার নির্ভর রিসোর্স ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নামে আরেকটি শাখা আছে। এ শাখার মাধ্যমে সংগৃহীত বিভিন্ন ধরনের তথ্য উপাত্ত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার জন্য ব্যবহৃত হয়।

উন্নয়ন পরিকল্পনার অধীনে কমপিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে প্রকল্প প্রস্তুতকরণ, নতুন প্রকল্প তৈরী এবং উন্নয়ন বাজেট তৈরী ইত্যাদি কাজে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বনবিভাগে কমপিউটারের আংশিক ব্যবহার হচ্ছে। এ আংশিকতা যেমন তার প্রশাসনিক স্তরের ক্ষেত্রে বিদ্যমান, তেমনি আবার সমগ্র কর্মকান্ডের ক্ষেত্রেও সত্যি। অর্থাৎ সারাদেশ জুড়ে ব্যাপ্ত বনভূমির তথ্য সংগ্রহের জন্যে কমপিউটার ব্যবহার হচ্ছে না। শুধুমাত্র ৭টি বিশেষ অঞ্চলের জন্যে ব্যবহার হচ্ছে। এগুলো হলোঃ চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট এবং উপকূলীয় অঞ্চল হিসেবে পরিচিত চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, পটুয়াখালী ও ভোলা। এ স্থানগুলোতে অবস্থিত বনভূমির মোট পরিমাণ মাত্র ৩ লাখ ১৫ হাজার হেক্টর। এর মধ্যে অ-উপকূলীয় অঞ্চলে বনভূমির পরিমাণ ২ লাখ হেক্টর এবং উপকূলীয় অঞ্চল অর্থাৎ চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, পটুয়াখালী ও ভোলার বনভূমির পরিমাণ ১ লাখ ১৫ হাজার হেক্টর।

দেশের গোটা বনভূমিকে কমপিউটার প্রোগ্রামের আওতায় আনার কোন ধরনের পরিকল্পনা এখনও পর্যন্ত তৈরী হয়নি। বন বিভাগের কমপিউটার সেকশনে মোট ৬টি কমপিউটার আছে। এর তিনটি হলো ২৮৬ মেশিন বাকী ৩টি ৩৮৬ মেশিন। এগুলোতে যেসব প্যাকেজ প্রোগ্রাম ব্যবহৃত হয় সেগুলো হলো ঃ ডিবেজ, লোটাস, ওয়ার্ডস্টার এবং ওয়ার্ডপারফেক্ট। এখানে চারজন অপারেটর এবং একজন অফিসার ইনচার্জ আছেন। এখানেও কোন নেটওয়ার্ক নেই।

বন বিভাগের কমপিউটার সেকশনের অফিসার ইনচার্জ ইশতিয়াক উদ্দিন আহমদ কমপিউটার ব্যবহারের সুফল সম্পর্কে বলেন, কমপিউটার ব্যবহার ফলে একসাথে অনেকগুলো তথ্য সংরক্ষণ করা যাচ্ছে। এর ফলে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ আপডেট এবং কমপিউটার প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে অনেকগুলো ফ্যাক্টরকে একসাথে বিবেচনা করা যায়। একই সাথে মূল্যায়ন ও পরীক্ষনের কাজও সহজতর হয়। কমপিউটার থেকে আমরা এসব সাধারণ সুবিধা পাচ্ছি। কমপিউটার না থাকলে আমরা এসব সুবিধাসমূহ থেকে বঞ্চিত হতাম। ○

গ্রাহক সেবায় নতুন পদক্ষেপ

কুরিয়ারে কমপিউটার জগৎ

নভেম্বর '৯৩ সংখ্যা হতে মাসিক কমপিউটার জগৎ ঢাকাসহ দেশের জেলা শহরগুলোতে কুরিয়ার সার্ভিসে যাচ্ছে।

নতুন এই পদক্ষেপের ফলে পত্রিকা দ্রুত ও নিশ্চিতভাবে গ্রাহকের হাতে পৌছবে। যে কোন সমস্যার আপনার গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করে লিখুন।

OCTEK ETHERNET 2000+/3

ETHERNET CARD

Single card supports 3 network media

(Thick Ethernet, Thin Ethernet and Twisted Pair Ehternet)

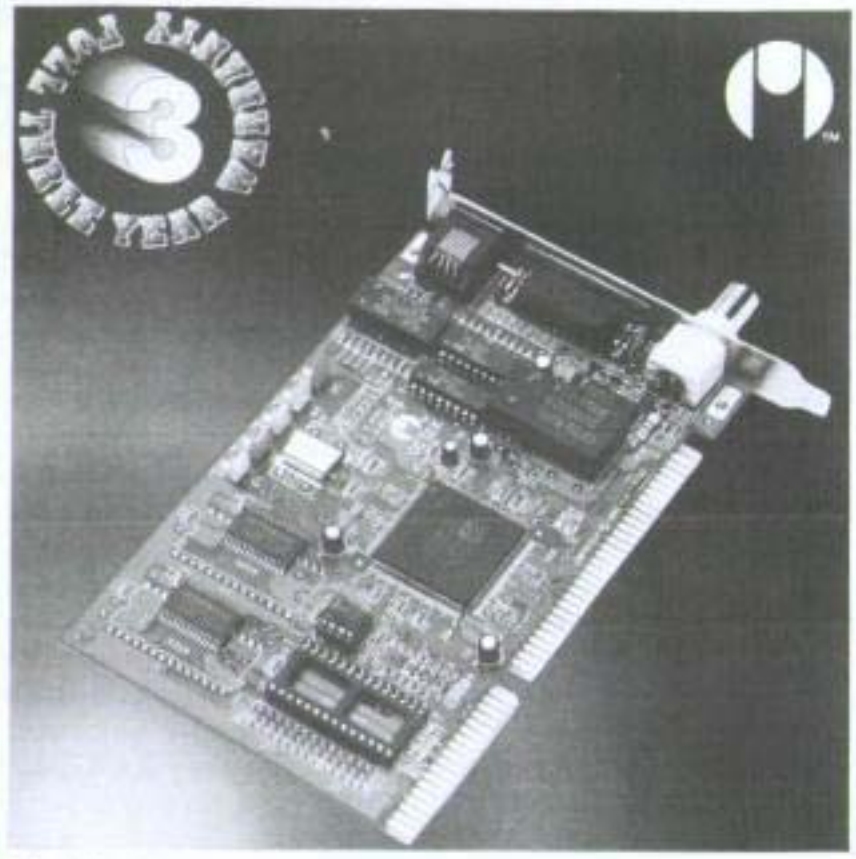

Highlights

100% Novell NE2000, NE2000+, NE2000+/2, NE2000+/3 compatible

* **Protocol**
Ethernet IEEE 802.3 industry-standard 10-Mbps

* **Standard**
IEEE 802.3 10Base5 (Thick Ethernet)
IEEE 802.3 10Base2 (Thin Ethernet)
IEEE 802.3 10BaseT (Unshielded Twisted Pair)

* **LAN Data Rate**
Full Ethernet data rate at 10M bits/sec

* **Interrupt Channels**
IRQ3, IRQ4, IRQ9, IRQ10, IRQ11, IRQ12 & I RQ15

* **Network Boot ROM**
Optional Eprom for diskless workstation

Price: Tk. 9,000.00

The Computer Shop Ltd.

First Computer Super Store in Bangladesh

52 Bijoy Nagar Dhaka-1000 Bangladesh
Phone : 412226, 415753 Fax : 880-2-835201